প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রশ্নব্যাংক সল্ভ সেশান - ০১

০১. শালবন বিহার কোন রাজবংশের কীর্তি?

ক) পাল

খ) চন্দ্র

গ) দেব

ঘ) রাঢ়

শালবন বৌদ্ধ বিহার

শালবন বৌদ্ধ বিহারের একাংশের ধ্বংসাবশেষ

অবস্থান ময়নামতি, কুমিল্লা জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ

স্থানাঙ্ক ২৩.৪২৬২৩৪° উত্তর ৯১.১৩৭২০৯৮° পূর্ব

নির্মিত ৭ম শতাব্দী

দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন

- ধারণা করা হয় যে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করা হয়।
- কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি প্রত্নস্থলের অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনাগুলোর একটি এই বৌদ্ধ বিহার।
- বিহারটির আশপাশে এক সময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার।

দেব রাজবংশ নিয়ে কনফিউশান!

ইতিহাসে দুটি দেব রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

- প্রথমটি খ্রিস্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলে রাজত্বকারী একটি বৌদ্ধ রাজবংশ। যার রাজধানী ছিল বর্তমান কুমিল্লার দেবপর্বত।
- আর দ্বিতীয় দেব রাজবংশটি ছিল একটি হিন্দু বৈষ্ণব রাজবংশ যার রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর।

০২. বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন-

ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

খ) সম্রাট আকবর

গ) শায়েস্তা খান

ঘ) ইসলাম খান

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর

উদ্দেশ্য:

- পহেলা বৈশাখ চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি প্রধান বাংলায় খাজনা আদায় সহজ ও সুনির্দিষ্ট করা। তখন হিজরী সনের ব্যবহার থাকলেও কৃষিভিত্তিক কাজে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

সৃষ্টি:

- সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সাল হতে বাংলা সন প্রবর্তন করেন, যা মূলত তাঁর সিংহাসন আরোহণের দিন থেকে কার্যকর হয়।

প্রবর্তনকারী:

- রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজি এই ক্যালেন্ডার প্রণয়নের দায়িত্বে ছিলেন।

০৩. মাৎস্যন্যায় কোন শাসন আমলে দেখা দেয়?

ক) খিলজি শাসন আমলে

খ) সেন শাসন আমলে

গ) মোগল শাসন আমলে

ঘ) পাল তাম্র শাসন আমলে

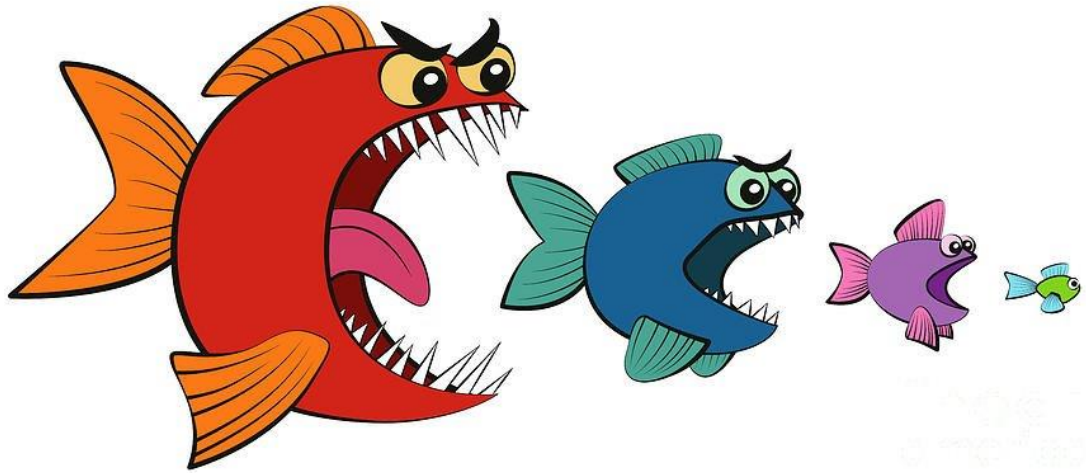

পাল তাম্র শাসন আমলে

- পাল শাসন আমলের পূর্বে, বিশেষ করে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রি.) থেকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর ধরে বাংলায় বিরাজমান নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বোঝায়।

কেন মাৎস্যন্যায় বলা হয়?

- মাৎস্যন্যায় শব্দের আক্ষরিক অর্থ বড় মাছ কর্তৃক ছোট মাছ গ্রাস করা। এই অর্থে, যখন কোনো শক্তিশালী শাসন ক্ষমতা থাকে না, তখন প্রভাবশালী বা বিত্তবান ব্যক্তিরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করে সম্পদ লুটে নেয়, যা মাৎস্যন্যায় নামে পরিচিত।

০৪. কোন খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয়?

ক) ১৫২৭ খ) ১৫২৩ গ) ১৫২৬ ঘ) ১৫২৪

দিল্লি সুলতানি শাসনের অবসান হয় ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে

- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল এই যুদ্ধে মুঘল সম্রাট বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন।
- মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় এবং দিল্লি সালতানাতের সমাপ্তি ঘটে।
- ১২০৬ সালে দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত ছিল।

০৫. বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন-

- ক) আলাউদ্দিন খলজি
- খ) মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি
- গ) সম্রাট বাবর
- ঘ) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন তুর্কি সেনাপতি

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

- কে ছিলেন? বখতিয়ার খলজি ছিলেন ঘুরির একজন তুর্কি-আফগান সেনাপতি এবং প্রাথমিক দিল্লি সালতানাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি।
- কবে শুরু হয়? তিনি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে (মতান্তরে ১২০৫ সালে) নদীয়া জয় করেন, যা বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করে।
- কীভাবে শুরু হয়? বখতিয়ার খলজি সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন এবং দেশটিকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

০৬. বাংলায় 'স্বাধীন সুলতানি' শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?

- ক) নবাব আলীবর্দী খাঁ
- খ) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি
- গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- ঘ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

- ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের তৎকালীন শাসক বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তার কর্মচারী ফখরা, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম ধারণ করে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
- এই ঘটনাটি বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করে এবং এর ফলে বাংলায় দীর্ঘ দুই শতক ধরে একটি সুসংহত ও স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সোনারগাঁও ছিল স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজধানী। তিনি সোনারগাঁও-কে কেন্দ্র করে নিজের মুদ্রা ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলার ইতিহাসে নিজস্ব মুদ্রা জারির প্রথম নজির।

০৭. কোন মুসলিম শাসন কালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়?

ক) বখতিয়ার খিলজি

খ) সম্রাট শাহজাহান

গ) হুসেন শাহ

ঘ) সম্রাট বাবর

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলকে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হয়?

- 'বাংলার আকবর' নামে পরিচিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান।
- তিনি তার রাজদরবারে কবি-সাহিত্যিকদের বিশেষ মর্যাদা ও উচ্চপদে নিযুক্ত করেন এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
- তিনি ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। তার শাসন আমলে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সাধিত হয়।

যদি শুধুই "বাংলার স্বর্ণযুগ" বলা হয়?

উত্তর হতে পারে, শশাঙ্কের সময় (প্রথম স্বাধীন শাসক)

০৮. কার পৃষ্ঠপোষকতায় 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে?

ক) দেবপাল

খ) ধর্মপাল

গ) বিগ্রহ পাল

ঘ) নারায়ণ পাল

দেবপাল

- সপ্তম শতকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দেবপালের বিশেষ **পৃষ্ঠপোষকতায়** বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র **নালন্দা** মহাবিহার তথা **'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'** প্রসিদ্ধ লাভ করে।
- এই প্রতিষ্ঠানকে ইতিহাসবিদগণ বিশ্বের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।
- তবে এর নির্মাতা কিন্তু কুমারগুপ্ত (৫ম শতাব্দীতে)
- চীনা তীর্থযাত্রী ভিক্ষু হিউয়েন সাং এ বিহারে আসেন শীলভদ্রের অধীনে অধ্যয়নের নিমিত্তে

০৯. 'বারোভূঁইয়া' কাদের বলা হতো?

- ক) মুঘল আমলের ১২ জন সেনাপতিকে
- খ) ব্রিটিশ যুগের শক্তিশালী যোদ্ধাদের
- গ) উপরের উল্লিখিত সকলকে
- ঘ) বড় বড় স্বাধীন জমিদার

বড় বড় স্বাধীন জমিদার

- 'বারোভূঁইয়া' বলতে বাংলা, বিশেষ করে ১৫৭৫ সালে মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর মোগল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেইসব স্বাধীন জমিদারদের বোঝানো হতো।
- যদিও 'বারো' বলতে ঠিক বারো জনকে বোঝানো হয় না, তবে মূলত ঈসা খাঁ-এর নেতৃত্বে এই জমিদাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।
- জমিদারদের মধ্যে ছিলেন ঈসা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলী, মুসা খাঁ, ফজল গাজী, বাহাদুর গাজী, খাজা উসমান খাঁ লোহানী, বায়েজিদ কররানী, প্রতাপাদিত্য, এবং মহারাজ কেদার রায় প্রমুখ

১০. 'মহারাজাধিরাজ' পদবি কারা গ্রহণ করেন?

- ক) আকবর, হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর
- খ) ইলিয়াস শাহ, তুঘলক ও জালালউদ্দিন
- গ) ধর্মপাল, গোপাল
- ঘ) গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়।
- এই স্বাধীন রাজ্যগুলোর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজা গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
- একই সময়ে, সামন্ত রাজা শশাঙ্ক ছিলেন গৌড় রাজ্যের প্রথম স্বাধীন শাসক।

১১. ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন-

- ক) লর্ড কর্ণওয়ালিস
- খ) শের শাহ
- গ) মুহম্মদ বিন তুঘলক
- ঘ) ইলতুৎমিশ

শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ

- ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে ইন্দো-গ্রীকরা, তবে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ প্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করেন এবং ভারতে একটি সুসংহত মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি রূপার 'তঙ্কা' এবং তামার 'জিতল'—এই দুটি মুদ্রা প্রচলন করেন
- তবে আধুনিক অর্থে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তনকারী হিসেবে মুহম্মদ বিন তুঘলক-কে বিবেচনা করা হয়।
- মুহম্মদ বিন তুঘলক ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা চালু করেন, যেখানে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তামার নোট ব্যবহার করেছিলেন।
- শের শাহের আমলের ‘দাম’ নামক মুদ্রার আবিষ্কার করেন।

১২. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহারের' প্রতিষ্ঠাতা কে?

- ক) রাজা ধর্মপাল
- খ) লক্ষণ সেন
- গ) রাজা ধর্মসেন
- ঘ) রাজা বিক্রমাদিত্য

রাজা ধর্মপাল দেব

- তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বা নবম শতাব্দীতে এই বিশাল বিহারটি নির্মাণ করেন।

১৩. কোন আমলে মসলিন কাপড় ঢাকায় তৈরি হতো?

- ক) সেন আমলে
- খ) ইংরেজ আমলে
- গ) পাল আমলে
- ঘ) মুঘল আমলে

মুঘল আমলে

- মসলিন মূলত মুঘল আমলে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তৈরি হতো, যা পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করে।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরের পর মসলিন উৎপাদনের উন্নতি ঘটে এবং ঢাকাই মসলিন নামে এটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে।
- এটি ফুটি কার্পাস নামক বিশেষ তুলা থেকে তৈরি অতি সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে হাতে বোনা একটি কাপড়।
- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা মসলিন উৎপাদন বন্ধ করার জন্য মসলিন বয়নকারী তাঁতিদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল।

১৪. প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতির নাম কী?

- ক) রাজা শশাঙ্ক
- খ) গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ
- গ) ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ
- ঘ) লক্ষণ সেন

মহাশৈব শশাঙ্ক

গৌড় সম্রাট মহারাজাধিরাজ

শশাঙ্কের রাজকীয় সীলমোহর

চীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতির নাম শশাঙ্ক।

- তিনি সপ্তম শতকের শুরুতে গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটান এবং বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- তিনি বাংলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্রিত করে গৌড় রাজ্য গঠন করেন।
- তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা।

১৫. ঢাকায় প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন-

- ক) সম্রাট জাহাঙ্গীর
- খ) ইসলাম খান
- গ) শায়েস্তা খান
- ঘ) সম্রাট আকবর

মুঘল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি

- ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান চিশতি ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। প্রথমবারের মত ঢাকা রাজধানী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে।
- তিনি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর।
- **ঢাকা মোট পাঁচ বার রাজধানী হয়**। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫ ও ১৯৪৭ সালে মোট চারবার বাংলার রাজধানীর মর্যাদা পায়।

১৬. কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম নয়?

- ক) পুন্ড্র
- খ) গৌড়
- গ) রাঢ়
- **ঘ) মৌর্য**

১৭. প্রাচীন পুণ্ড্রনগর কোথায়?

- ক) ময়নামতি
- খ) বিক্রমপুর
- গ) মহাস্থানগড়
- ঘ) পাহাড়পুর

মহাস্থানগড়ে

- প্রাচীন পুণ্ড্রনগর বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত ছিল। এটি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে একটি প্রাণবন্ত প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল, যার ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায়।
- মহাভারত অনুযায়ী রাজা বলির ছিল পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূম্ম। ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাঁচটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করে এই পাঁচজন। মৌর্যরা বাংলা শাসন করার জন্য রাজধানী স্থাপন করে পুণ্ড্রনগরে।
- খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ বঙ্গদেশের সর্বপ্রাচীন শিলালিপি অর্থাৎ মৌর্যযুগীয় বঙ্গের মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপিতে বাঙালি জাতির প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮. সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল-

- ক) গৌড়
- খ) সোনারগাঁ
- গ) জাহাঙ্গীরনগর
- ঘ) ঢাকা

গৌড়

- সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময় ১৩৩৮ সালে স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় এবং তখন রাজধানী ছিল সোনারগাঁও, যা পরে গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়।

গৌড়:

- সোনারগাঁও থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৪৫০ থেকে ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত এটিই বাংলার রাজধানী ছিল।

১৯. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'?

- ক) জাহাঙ্গীর
- খ) শাহজাহান
- গ) হুমায়ুন
- ঘ) আওরঙ্গজেব

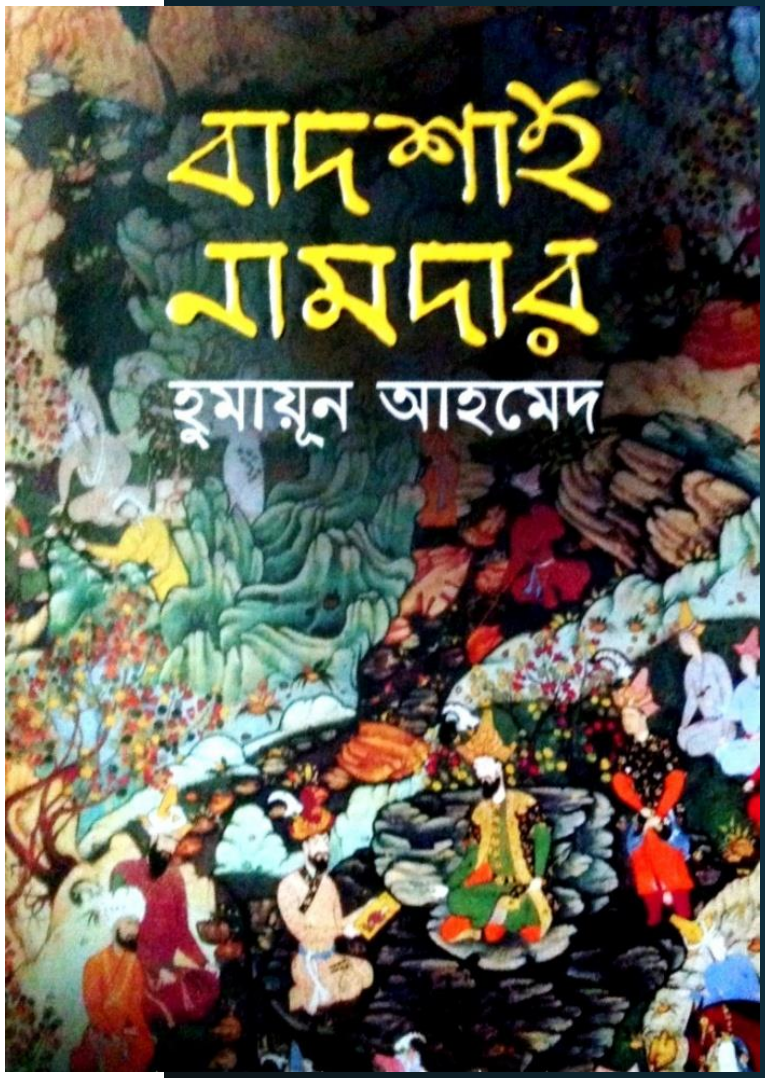

হুমায়ুন

- মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন বাংলার রূপ প্রকৃতি এবং সম্পদের প্রাচুর্য মুগ্ধ হয়ে বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ।
- ১৫৩৮ সালে সম্রাট হুমায়ুন শের খান-কে পরাজিত করে বাংলা জয় করেছিলেন এবং গৌড়কে 'জান্নাতাবাদ' নামকরণ করেছিলেন। তবে, এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং পরবর্তীকালে শের খান হুমায়ুনকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন।

২০. 'ষাট গম্বুজ' মসজিদটি নির্মাণ করেন-

- ক) হযরত আমানত শাহ
- খ) বায়েজীদ বোস্তামী
- গ) পীর খান জাহান আলী
- ঘ) সুফি শাহ মখদুম

পীর খান জাহান আলী

- সুলতান নসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আজম উলুগ খানজাহান সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন। খানজাহান বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল গড়ে তোলেন, যা পরে ষাট গম্বুজ মসজিদ হয়।
- নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও, এখানে মোট গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি (মিনারের চার গম্বুজ যোগ করে)। এটি ৬০টি পাথরের কলামের উপর নির্মিত হওয়ার কারণে এর নাম এমন হয়েছে।
- এই মসজিদ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

২১. কোন মুঘল সুবেদার চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'?

- ক) ইসলাম খান
- খ) রাজা মানসিংহ
- গ) শায়েস্তা খান
- ঘ) মীর জুমলা

- ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খানের সেনাবাহিনী আরাকানের রাজাদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নিলে এখানে মোগল আধিপত্য বিস্তৃত হয়। নওয়াব বুজুর্গ উম্মেদ খান চট্টগ্রামের প্রথম তোগল ফৌজদার (জেলা-অধিকর্তা) নিযুক্ত হন। এই সময় চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ।

২২. বিবি পরি কে ছিলেন?

- ক) আওরঙ্গজেবের কন্যা
- খ) শায়েস্তা খানের কন্যা
- গ) আজম শাহের কন্যা
- ঘ) মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী

শায়েস্তা খানের কন্যা

- বিবি পরি বা পরী বিবি ছিলেন বাংলার মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ আজম শাহের স্ত্রী। তাঁর আসল নাম ছিল ইরান দুখত রহমত বানু। তিনি ১৬৮৪ সালে মারা গেলে তাঁকে ঢাকার লালবাগ কেল্লার ভেতরে সমাহিত করা হয়, যা বর্তমানে পরী বিবির মাজার নামে পরিচিত।

২৩. কোন মুঘল সুবেদার পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন?

- ক) কাসিম খান
- খ) মীরজুমলা
- গ) ইসলাম খান
- ঘ) মুর্শিদকুলী খান

- প্রকৃত উত্তর অপশনগুলোতে নেই। মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের (ও মগদের) চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ১৬৬৪ ও ১৬৭৯ দুইবার বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। শায়েস্তা খানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বাংলা থেকে মগ দস্যুদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয়।

২৪. কোন মুঘল সম্রাট 'জিজিয়া কর' রহিত করেন?

- ক) হুমায়ুন
- **খ) আকবর**
- গ) শাহজাহান
- ঘ) আওরঙ্গজেব

- তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৬৪ সালে জিজিয়া কর রহিত করেন। জিজিয়া ছিল ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজাদের (ধিম্মি) উপর আরোপিত একটি কর।
- আকবরের পরবর্তী সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালে জিজিয়া কর পুনরায় চালু করেন।

২৫. মধ্যযুগের গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- খ) রাজশাহী
- গ) বগুড়া
- ঘ) কুমিল্লা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

- গৌড় ছিল বাংলার একসময়ের রাজধানী এবং একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগরী।
- এর অবস্থান ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে, গঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ে।
- গৌড় নগরী মূলত বর্তমান ভারতের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ এবং বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।
- গৌড়কে লক্ষণাবতী নামেও ডাকা হতো।

২৬. কোন আমলে বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয়?

- ক) ইলিয়াস শাহী
- খ) হোসেন শাহী
- গ) মুঘল
- ঘ) সুলতানি
- হোসেন শাহী রাজবংশ ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা শাসন করে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯), নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯ - ১৫৩৩), দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩৩), গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩ - ১৫৩৮)।
- এ আমলে বাংলা গজল ও সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

২৮. বাংলাদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন কে?

- ক) অশোক
- খ) শের শাহ
- গ) আকবর
- ঘ) মুহম্মদ বিন তুঘলক

শের শাহ সুরি

- শের শাহ সুরি (১৪৮৬ – ২২ মে, ১৫৪৫) ছিলেন মধ্যযুগীয় দিল্লির একজন শক্তিশালী আফগান (পাশতুন) বিজয়ী।
- একজন সাধারণ সেনাকর্মচারী হয়ে নিজের কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীকালে তিনি মুঘল সম্রাট বাবরের সেনাবাহিনীর সেনানায়কের পদে উত্তীর্ণ হন। শেষপর্যন্ত তাকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।
- তিনি ভারতবর্ষে তামার মুদ্রা চালু করেন এবং ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন।

শিক্ষক: শেরশাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।

ছাত্র: কেন স্যার, এর আগে কি ঘোড়ারা ডাকতে পারত না?

২৯. সুবাদার ইসলাম খান ঢাকার নাম রাখেন-

- ক) জাহাঙ্গীরনগর
- খ) জান্নাতাবাদ
- গ) ইসলামাবাদ
- ঘ) নাসিরাবাদ

৩০. এ দেশের সরকারি কাজে 'ফারসি' ভাষা চালু করেন কে?

- ক) হুসেন শাহ
- খ) সম্রাট জাহাঙ্গীর
- **গ) রাজা টোডরমল**
- ঘ) ইংরেজরা

- এ দেশের সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করেন মুঘল সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল। সম্রাট আকবর ফারসি ভাষাকে মুঘল দরবারের প্রধান ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩১. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) বাবর

খ) হুমায়ুন

গ) শাহজাহান

ঘ) আকবর

- মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সম্রাট বাবর। তিনি ১৪৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- পিতার দিক থেকে তিনি তৈমুর লং এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন।

৩২. নিম্নের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন?

- **ক) ইবনে বতুতা**
- খ) ফা-হিয়েন
- গ) মার্কো পোলো
- ঘ) হিউয়েন সাং

সোনারগাঁও ভ্রমণকারী পর্যটকদের তালিকা:

- **ইবনে বতুতা:** মরক্কোর এই জগদ্বিখ্যাত পর্যটক ১৩৪৬ সালে সোনারগাঁও এসেছিলেন।
- **মা হুয়ান:** চীনের এই পরিব্রাজক ১৪০৬ সালে সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন।
- **হৌ হিয়েন:** ১৪১৫ সালে চীনদেশীয় এই পরিব্রাজক সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করেন।

৩৩. ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলাদেশে আসেন?

- **ক) চতুর্দশ**
- খ) সপ্তদশ
- গ) অষ্টাদশ
- ঘ) ত্রয়োদশ

৩৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ঐতিহাসিক স্থান কোনটি?

- ক) সোনারগাঁ
- খ) পাহাড়পুর
- **গ) মহাস্থানগড়**
- ঘ) ময়নামতি

- খ্রিষ্টের জন্মেরও আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল।
- ২০১৬ সালে মহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৩৫. বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও-এর পত্তন করেন-

- ক) সম্রাট আকবর
- খ) শাহজাদা আযম
- **গ) ঈশা খান**
- ঘ) সুবেদার ইসলাম খান

- বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও-এর পত্তন করেন ঈসা খাঁ। ঈসা খাঁ ও তার বংশধরদের শাসনামলে সোনারগাঁও তাঁদের রাজধানী ছিল।
- মনে করা হয়, ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামে সোনারগাঁও-এর নামকরণ করা হয়েছিল।

৩৬. ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন?

- **ক) ইব্রাহিম লোদী**
- খ) শিবাজি
- গ) বৈরাম খাঁ
- ঘ) রানা প্রতাপ সিংহ

- ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে লোদী নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৩৭. লালবাগ কেল্লার আদি নাম-

- ক) পরীবিবির দুর্গ
- খ) আজম দুর্গ
- গ) আওরঙ্গবাদ দুর্গ
- ঘ) শায়েস্তা খান দুর্গ

- লালবাগ কেল্লার আদি নাম ছিল আওরঙ্গাবাদ দুর্গ বা কেল্লা আওরঙ্গবাদ।
- মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহ যখন ১৬৭৮ সালে ঢাকার সুবেদার নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন, পরবর্তীতে বাংলার সুবাহদার শায়েস্তা খান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

৩৮. তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন-

- ক) ১৬৯৮ সালে
- খ) ১৫৯৮ সালে
- গ) ১৩৯৮ সালে
- ঘ) ১২৯৮ সালে
- সালতানাতের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তুঘলক শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তৈমুর লং ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সিন্ধু নদী পেরিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন, মুলতান দখল করেন এবং অবশেষে দিল্লিতে প্রবেশ করে শহরটিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান ও প্রচুর ধনসম্পদ লুট করেন।

৩৯. সুলতান মাহমুদ কত বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?

- ক) ১৫ বার
- খ) ১৭ বার
- গ) ১৮ বার
- ঘ) ২০ বার

- সুলতান মাহমুদ গজনীর (আফগানিস্তান) শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১০০০-১০২৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন মহাকবি ফেরদৌসী।

৪০. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কত খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন?

- ক) ১২০৪ খ্রি.
- খ) ১২০৫ খ্রি.
- গ) ১২০৬ খ্রি.
- ঘ) ১২০৮ খ্রি.

- ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন। তিনি ১২০৩-১২০৪ সালের দিকে সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নবদ্বীপ অধিকার করেন এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়।
- এই বিজয়কে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪১. বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা কে?

- ক) বখতিয়ার খলজী
- খ) ইলিয়াস শাহ
- গ) হুসেন শাহ
- ঘ) শিরান খলজী
- তিনি মাত্র ১৭-১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে বণিক সেজে নদীয়া প্রবেশ করেন এবং আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে শহরটি দখল করেন।

৪২. ফকির আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

- ক) সিরাজ শাহ
- খ) মোহসীন আলী
- **গ) মজনু শাহ**
- ঘ) জহির শাহ

মজনু শাহ:

- তিনি মাদারিয়া সুফি তরিকার একজন পীর ছিলেন এবং ১৭৬০-১৮০০ সালের মধ্যে সংঘটিত ব্রিটিশবিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে পরিচিত।

৪৩. প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে কার আমল থেকে?

- ক) সুলতান সিকান্দার শাহ
- **খ) সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ**
- গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা
- ঘ) নবাব আলীবর্দী খাঁ

- প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদ একত্রে 'বাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে সুলতান শামস আল দীন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে, যিনি ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি অঞ্চলকে একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি ঘোষণা করেন এবং 'বাঙলা' বা 'বাঙ্গালা' নামের প্রতিষ্ঠা করেন।

৪৪. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছিল?

- **ক) সপ্তদশ শতাব্দী**
- খ) ষোড়শ শতাব্দী
- গ) উনবিংশ শতাব্দী
- ঘ) পঞ্চদশ শতাব্দী

- ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদটি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল, যা মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমিদ খান নির্মাণ করেছিলেন।

৪৫. বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল-

- ক) ইংরেজরা
- **খ) পর্তুগিজরা**
- গ) ওলন্দাজরা
- ঘ) ফরাসিরা

ভাস্কো দা গামা:

- ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজরা সমুদ্রপথে ভারতে আসে এবং কালিকট বন্দরে অবতরণ করে।

বাংলায় আগমন:

- এই পর্তুগিজরাই প্রথম ইউরোপীয় যারা ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে (বর্তমান বাংলা) আসে এবং বাণিজ্য শুরু করে।

৪৬. বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার কোথায় অবস্থিত?

- ক) শাহজাদপুরে
- খ) নেত্রকোণায়
- গ) রামপালে
- **ঘ) মহাস্থানগড়ে**
- বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
- শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার ১৪শ শতাব্দির মুসলিম ধর্ম প্রচারক, তিনি পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান বগুড়া জেলা) এবং সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।
- তিনি আফগানিস্তানের বালখ রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন বালখ রাজ্যের সম্রাট শাহ আলী আসগরের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর তাকেই সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয় কিন্তু তিনি তার সাম্রাজ্য ছেড়ে দরবেশ হয়েছিলেন।

৪৭. ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল?

- ক) ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে
- **খ) ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে**
- গ) ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে
- ঘ) ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে

- ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান চিশতি ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করার পর থেকে প্রথমবারের মতো ঢাকা বাংলার রাজধানী হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর নামানুসারে এই রাজধানীটির নামকরণ করা হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর।

৪৮. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?

- ক) বিজয় সেন
- খ) হেমন্ত পাল
- গ) গৌরী সেন
- **ঘ) লক্ষ্মণ সেন**

- 'তবকৎ-ই-নাসিরি'তে মিনহাজউদ্দিন **লক্ষণ** সেন কে **"হিন্দুদের খলিফা"** বলে উল্লেখ করেছেন এবং তৎকালে উত্তর ভারত সেন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

বলেন তো, সেন বংশের শেষ শাসক কে?

- লক্ষণ সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশেষ সার্বভৌম ও হিন্দু রাজা, কিন্তু বখতিয়ার খলজির আক্রমণের পর তিনি নদীয়া থেকে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান। সেখানে অল্প কিছু দিন শাসনকার্য চালানোর পর ১২০৬ সালে মৃত্যুবরণ করলে যথাক্রমে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ১২৩০ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৪৯. পাঁচ পিরের মাজার কোথায়?

- ক) সোনারগাঁয়ে
- **খ) রাজশাহীতে**
- গ) ঢাকা শহরে
- ঘ) খুলনা শহরে

- **পাঁচ পীর** বলতে পাঁচ জন ধর্মীয় ব্যাক্তিকে বোঝানো হয়। কারো কারো ধারণা যে, তারা পারস্য থেকে এসেছিলেন, তবে এই পাঁচ পীরের পরিচয় নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না।
- এই পাঁচ জন পীরের বন্দনা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া ইউনিয়নের ভাগলপুর গ্রামে "পাঁচ পীরের দরগাহ" নামক একটি দরগাহও রয়েছে।
- "পাঁচ পীর মাজার" নামে বাংলাদেশে বেশ কিছু মাজার আছে। তার মধ্যে রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কাহলু উপজেলায় অবস্থিত "পাঁচ পীর মাজার" উল্লেখযোগ্য।

৫০. বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা কত সালে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন?

- ক) ৬০৫ সালে
- খ) ১১৪৫ সালে
- **গ) ১৩৪৫ সালে**
- ঘ) ১২৪৫ সালে

- বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি চতুর্দশ শতকে এই অঞ্চলে আসেন এবং তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'আর রিহলা' বা 'বুক-উল-রিহলালা' গ্রন্থে চট্টগ্রাম, সিলেট ও সোনারগাঁও সফরের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

৫১. ঢাকার বিখ্যাত ছোট কাটরা নির্মাণ করেন কে?

ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা **খ) শায়েস্তা খান**

গ) ঈশা খান ঘ) সুবেদার ইসলাম

- ঢাকার বিখ্যাত ছোট কাটরা নির্মাণ করেন সুবাদার শায়েস্তা খান। আনুমানিক ১৬৬৩ সালের দিকে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এটি কর্মকর্তাদের এবং শায়েস্তা খানের পরিবারের সদস্যদের থাকার জন্য নির্মিত একটি ভবন ছিল। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।
- বড় কাটরা নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহানের পুত্র, সুবাদার শাহ সুজা।

বিসিএস ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. পাহাড়পুর 'সোমপুর মহাবিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন?

ক) মৌর্য

খ) পাল

গ) গুপ্ত

ঘ) চন্দ্র

- সোমপুর মহাবিহার পাল শাসনামলের নিদর্শন। এটি একটি বৌদ্ধবিহার।
- পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব অষ্টম/নবম শতকে এই বিহার তৈরি করেছিলেন।
- ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন।

০২. বাংলার প্রাচীন জনপদ হরিকেল-এর বর্তমান নাম কী?

- **ক) সিলেট ও চট্টগ্রাম**
- খ) ঢাকা ও ময়মনসিংহ
- গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী
- ঘ) রাজশাহী ও রংপুর

- বাংলার প্রাচীন জনপদ হরিকেল-এর বর্তমান অবস্থান বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও কাছাড় জুড়ে বিস্তৃত।

০৩. কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে?

- ক) মৌর্য
- খ) গুপ্ত
- গ) পাল
- **ঘ) মুসলিম**

বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙলা' নামে পরিচিতি লাভ করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে, বিশেষ করে ১৩৫২ সালে তিনি যখন সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

০৪. বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?

- ক) শশাঙ্ক
- **খ) মুর্শিদ কুলি খান**
- গ) সিরাজউদ্দৌলা
- ঘ) আব্বাস আলী মীর্জা

মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব, যিনি ১৭১৭ সালে এই পদ গ্রহণ করেন এবং ১৭১৭ সাল থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। যদিও তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র আধিপত্যের অধীনে ছিলেন, তবুও সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে তিনি ছিলেন বাংলার স্বাধীন শাসক।

আপনারা বলেন, বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন?

- বাংলার শেষ নবাব ছিলেন নবাব মনসুর আলী খান। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ খেতাবপ্রাপ্ত নবাব নাজিম, যার শাসনকালে মুর্শিদাবাদের নিজামত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, যিনি পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বাংলা-বিহার-ওড়িশার উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনা হয়।

০৫. চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?

- ক) হিউয়েন সাং
- খ) ফা হিয়েন
- গ) আই সিং
- ঘ) এঁদের সকলেই

- গুপ্তযুগে চীনা ভ্রমণকারী ফা হিয়েন (Fa Xian) বাংলাদেশে (তৎকালীন ভারত ও প্রতিবেশি অঞ্চলে) আগমন করেন।
- তিনি ভারতে চৈনিক তীর্থ-ভ্রমণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর বিবরণী পাওয়া যায়।
- ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে চীন থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং ১৪ বছর পর আবার চীনে ফিরে যান।

০৬. প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল?

- ক) ঢাকা ও কুমিল্লা
- খ) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা
- গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী
- ঘ) ময়মনসিংহ ও জামালপুর

০৭. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

- ক) গোপাল
- **খ) ধর্মপাল**
- গ) মহীপাল
- ঘ) বিগ্রহপাল

- নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব।
- তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর শুরুতে এই বিশাল বিহারটি নির্মাণ করেন।

০৮. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়?

- ক) অশোক
- **খ) শশাঙ্ক**
- গ) ফখরা
- ঘ) ধর্মপাল

- অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা হিসেবে শশাঙ্ককে বিবেচনা করা হয়, যিনি ৭ম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণে তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তিনিই বাংলার ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক ছিলেন।

০৯. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?

ক) ৫ম-৬ষ্ঠ শতক

খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক

গ) ৭ম-৮ম শতক

ঘ) ৮ম-৯ম শতক

- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (আনুমানিক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) গৌড় রাজ্যটি ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়, যার ফলে বাংলায় একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খল সময়কালটি আনুমানিক ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর ধরে চলেছিল।

১০. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন?

- ক) হেমন্ত সেন
- খ) বল্লাল সেন
- গ) লক্ষ্মণ সেন
- **ঘ) কেশব সেন**

- বাংলায় সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা ছিলেন কেশব সেন। যদিও সেন বংশের শেষ সফল শাসক লক্ষণ সেন, কিন্তু বখতিয়ার খলজির আক্রমণের পর তিনি নদীয়া ছেড়ে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান এবং ১২০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ১২৩০ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য চালান।

১১. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়-

- ক) ব্রিটিশ আমলে
- **খ) সুলতানি আমলে**
- গ) মুঘল আমলে
- ঘ) স্বাধীন নবাবী আমলে

- ঢাকা শহরের প্রতিষ্ঠা মূলত ১০–১৩ শতকের মধ্যে সুলতানি আমলে শুরু হয়।
- পরে নবাবি ও মোগল আমলে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১২. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনটি?

- ক) ময়নামতি
- **খ) পুণ্ড্রবর্ধন**
- গ) পাহাড়পুর
- ঘ) সোনারগাঁ

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বসতি বা শহর হিসেবে মহাস্থানগড়-কে গণ্য করা হয়। এটি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের রাজধানী ছিল এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১৩. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?

- ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ
- খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
- গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

- বাংলার ইতিহাসে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯) -এর শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি একজন প্রজাদরদী ও বহুগুণে অধিকারী সুলতান হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৪. সোমপুর বিহার কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক) জয়পুরহাট
- **খ) নওগাঁ**
- গ) বগুড়া
- ঘ) কুমিল্লা

- সোমপুর বিহার নওগাঁ জেলায় অবস্থিত. এটি নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত এবং বর্তমানে এটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নামেই বেশি পরিচিত.

১৫. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- ক) ছোট যমুনা
- খ) করতোয়া
- গ) নাগর নদী
- ঘ) বাঙালি নদী

- করতোয়া নদীর একটি ক্ষীণকায় স্রোতধারা মহাস্থানগড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।
- মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান।

১৬. পরশুরামের প্রাসাদ কোথায় অবস্থিত?

- ক) মহাস্থানগড়
- খ) পাহাড়পুর
- গ) ময়নামতি
- ঘ) রাউজান

- করতোয়া নদী, মাজার, মসজিদ, জিয়ত কুণ্ড, মানকালীর ধাপ, পরশুরামের প্রাসাদ, বৈরাগীর ভিটা, খোদার পাথর ভিটা, মুনির ঘোন, কাঁটা দুয়ার, দোরাব শাহ তোরণ, বুড়ির ফটক, তাম্র দরজা, জাহাজঘাটা, গোবিন্দ ভিটা মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।

১৭. 'বারো ভূঁইয়া' বলা হতো কোন আমলের জমিদারদেরকে?

ক) পাল আমল

খ) সুলতানি আমল

গ) মুঘল আমল

ঘ) সেন আমল

- বারো ভূঁইয়াদের উত্থান হয়েছিল মোঘল সম্রাট আকবরের সময়কালে, বিশেষত ১৫৭৫ সালে বাংলা জয়ের পর থেকে।
- 'বারো ভূঁইয়া' বলতে নির্দিষ্ট ১২ জন জমিদারকে বোঝানো হয় না, বরং এটি ছিল মুঘলদের প্রতিরোধের জন্য একত্রিত হওয়া অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্বাধীন জমিদারদের একটি গোষ্ঠীর নাম।

১৯. 'ফা হিয়েন' কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?

- **ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত**
- খ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- গ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
- ঘ) হর্ষবর্ধন

- ফা হিয়েন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়, বিশেষ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বাংলায় আসেন।
- ফা হিয়েন ৩৯৯ থেকে ৪১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে (কিছু তথ্যমতে ৪২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতে ভ্রমণ করেন।
- ফা হিয়েন তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে 'ফো-কও-কি' (Fo-Kuo-Chi) বা ট্রাভেলস অফ ফা-হিয়েন নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন

২০. কৈবর্ত বিদ্রোহ কোন আমলে সংঘটিত হয়?

ক) পাল

খ) সেন

গ) মুঘল

ঘ) ইংরেজ

- কৈবর্ত বিদ্রোহ বা বরেন্দ্র বিদ্রোহ বলতে পাল কর্মচারী দিব্যের নেতৃত্বে শুরু হওয়া কৈবর্ত সম্প্রদায়ের তৎকালীন দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-১০৭৭) পাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে বোঝানো হয় যা ১০৮০ সালে হয়েছিল।
- এটিকে বাংলাদেশ এমনকি ভারতবর্ষের প্রথম সফল বিদ্রোহ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে কৈবর্ত নেতারা বরেন্দ্রকে নিজেদের অধীনে আনতে সক্ষম হন।
- ১০৮২ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা রামপাল সামন্তরাজাদের সহযোগিতায় পরবর্তী কৈবর্ত নেতা ভীমকে হারিয়ে পিতৃভূমি বরেন্দ্রীকে নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হন, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে উল্লেখ আছে।

২১. ময়নামতিতে কোন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়?

- ক) গুপ্ত সভ্যতা
- খ)মৌর্য সভ্যতা
- গ) বৌদ্ধ সভ্যতা
- ঘ) কোনোটিই নয়

- ময়নামতিতে প্রধানত প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।
- এই স্থানটি পাল ও সেন যুগে (৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এখানে বৌদ্ধ মঠ (বিহার), স্তূপ, শিলালিপি এবং মূর্তি সহ বিভিন্ন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।
- ময়নামতি ছিল প্রাচীন বাংলার সমতট বিভাগের একটি অংশ এবং এটি জয়কর্মান্তবসাক নামে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হিসেবেও পরিচিত।

২২. 'বাংলার নৌকা বাইচ' উৎসবের সূচনা করেছিলেন কে?

ক) ইসলাম খান

খ) মীর মুরাদ

গ) শাহবাজ খান

ঘ) শায়েস্তা খান

- ইসলাম খান উৎসব হিসেবে নৌকা বাইচের সূচনা করেন।
- ১৬০৮ সালে বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, বারো ভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুসংহত করেন, বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করেন এবং ঢাকার ধোলাই খাল খনন করেন। তিনি কুচবিহারের রাজা পরীক্ষিতকেও পরাজিত করেন।

২৩. কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব মসলিন কাপড় ঢাকায় তৈরি হতো?

ক) পাল আমলে

খ) মুঘল আমলে

গ) সেন আমলে

ঘ) ইংরেজ আমলে

- প্রাচীন বাংলার গৌরব মসলিন কাপড় মূলত মুঘল আমলে ঢাকায় তৈরি হতো, বিশেষ করে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরের পর থেকে মসলিনের উৎপাদন ও খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

২৪. 'উয়ারি-বটেশ্বর' কী?

ক) প্রাচীন মন্দির

খ) প্রাচীন গ্রন্থ

গ) প্রাচীন বৃক্ষ

ঘ) প্রাচীন জনপদ

- উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের নরসিংদীতে অবস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।
- এই স্থানের প্রধান বসতি ছিল লৌহ যুগে, আনুমানিক আড়াই হাজার বছর পূর্বে সাবশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল।
- উয়ারী বটেশ্বর শহরটি কয়রা নামক একটি শুষ্ক নদীগর্ভের (নদী) দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

২৫. বরেন্দ্র বলতে কোনটি বোঝায়?

ক) পূর্ববঙ্গ

খ) পশ্চিমবঙ্গ

গ) উত্তরবঙ্গ

ঘ) দক্ষিণবঙ্গ

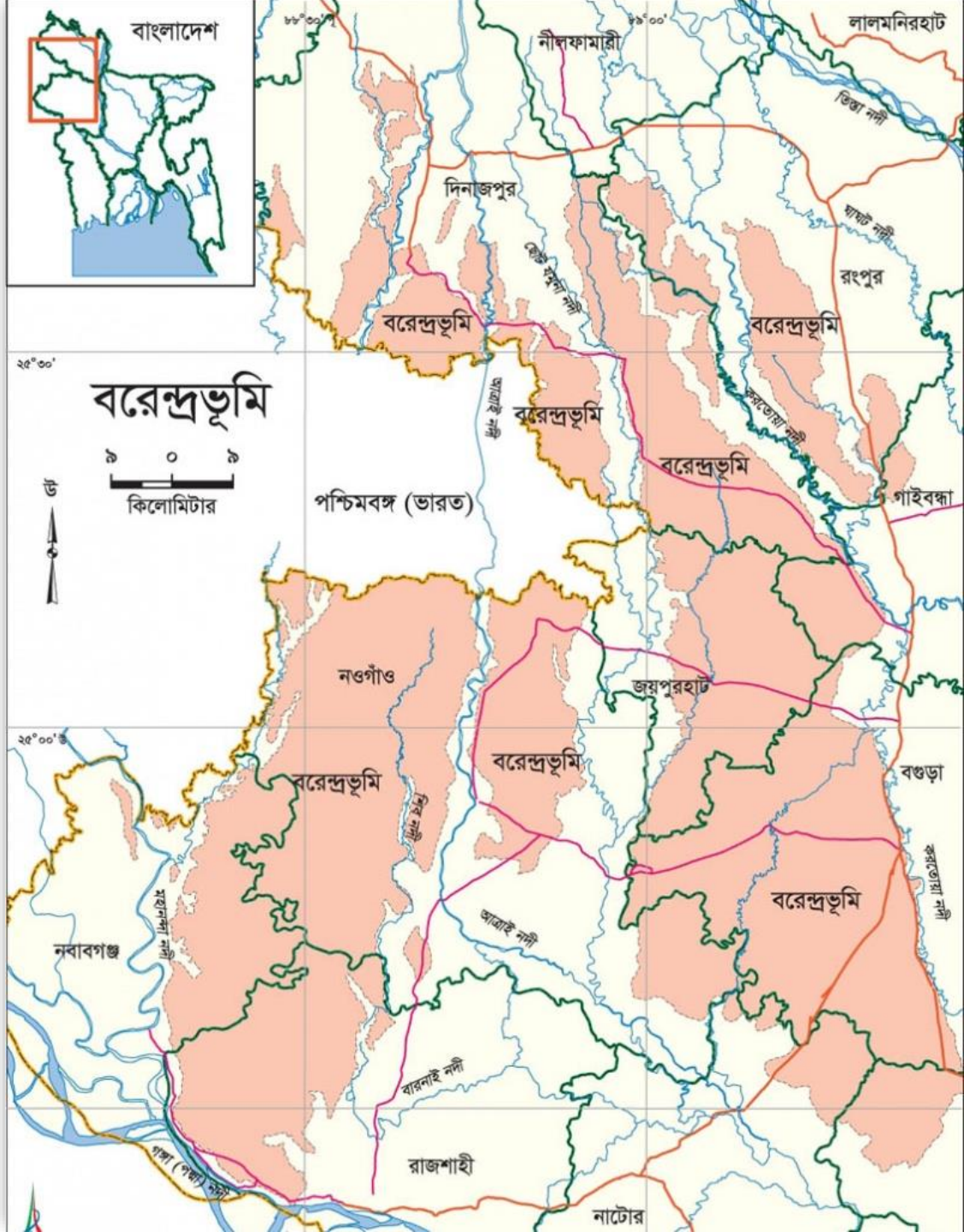

উত্তরবঙ্গ

- বরেন্দ্র বলতে উত্তরবঙ্গ কে বোঝায়।
- বাংলার প্রাচীন জনপদ 'বরেন্দ্র' এর সীমানা ছিল পশ্চিমে গঙ্গা ও মহানন্দা, পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমের পদ্মা এবং উত্তরে কুচবিহার।
- বরেন্দ্র বলতে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী অঞ্চলকে বুঝায়। তবে পুন্ড্র জনপদ ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ ছিল।

২৬. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'?

ক) বাবর

খ) হুমায়ুন

গ) আকবর

ঘ) জাহাঙ্গীর

- সম্রাট বাবরের পুত্র নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ১৫৩০ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫৩৮ সালে গৌড় জয় করেন এবং ৮ মাস বাংলায় অবস্থান করেন। তিনি বাংলার প্রকৃতি, আবহাওয়া, সম্পদে অভিভূত হয়ে এর নাম দেন ‘জান্নাতাবাদ’।

সকলের জন্য শুভকামনা